নাজীম উদ্দিন মোস্তান * মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

৯২'র লক্ষ্য ও করণীয় কী হওয়া উচিত ?

নব্বই দশকে অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমপিউটারে নিহিত

এশীয় কমপিউটার শার্দূলদের আসরে বাংলাদেশ মূষিক কেন?—এ প্রশ্নে আলোড়িত হচ্ছে সমগ্র দেশ। এ প্রশ্ন কমপিউটার জগৎ দেশের শীর্ষস্থানীয় কমপিউটার ব্যক্তিত্ব ছাড়াও সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, **দশ বৎসর আগে থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা শুরু হলে আমাদের অবস্থা এত করুণ হতো না।** এই নূতন প্রযুক্তি সম্পর্কে বয়স্ক প্রজন্মের সম্যক জ্ঞানের অভাব এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কমপিউটারকে প্রদর্শনীর বস্তু হিসেবে ফেলে না রেখে তার নিয়মিত, বহুমুখী ব্যবহারের জন্য দরকার মুক্ত মানস, ক্রমাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। এবং ১৯৯০-এর দশকের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়নের ক্ষেত্রে কমপিউটারের বিরাট ভূমিকার কথা স্বীকার করে তাঁরা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সরকারকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। **নব্বই-এর দশকের মধ্যে হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, গুণগত উন্নত মেধা তৈরী করতে না পারলে দেশ এক শতাব্দী পিছিয়ে যাবে।**

কিন্তু কমপিউটার জগৎ-এর এ প্রশ্নমালা প্রেরণ করা সত্বেও সরকারী নীতিনির্ধারকমহল এখন পর্যন্ত '৯২ সনের লক্ষ্য ও করণীয় সম্পর্কে কোন বক্তব্য জানাননি। আমাদের নীতিনির্ধারকদের এ ধরণের উদাসীনতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকারে বলেছেন, **লক্ষ্য নির্ধারণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নৈতিক দেউলিয়াত্বের কারণেই জাতি হিসেবে আমরা অনেকটা লক্ষ্যহীন।**

১৯৯২ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক সংকটমুক্তির জন্য পণ্যোৎপাদনখাতকে জাপানের মত চাঙ্গা করে তুলবে। এ বৎসর জাপান সমগ্র এশিয়ায় অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করবে। ১৯৯২ সনে ভারত তার অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পন্ন করে বিশ্বজয়ের অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে গড়বে। ভারত প্রতি বৎসর ১০ হাজার করে কমপিউটার গ্র্যাজুয়েট তৈরী করছে। ভারতের NASSCOM **এর মতে এ সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য কারণ, কেবলমাত্র সফটওয়্যার রপ্তানীর জন্যই ভারতে দরকার পড়বে ১ লাখ ৮০ হাজার দক্ষ কমপিউটারবিদ। দেশের ভেতরের কাজের জন্য দরকার হবে ২,৫০,০০০ কমপিউটার পেশাজীবি। অপারেটর দরকার হবে প্রায় ২৩,৫০,০০০ (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)।** তাই ভারত এখন আরও বেশি পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে হাত দিয়েছে। কিন্তু ঘুমিয়ে থাকা বাংলাদেশের সামনে করণীয় কী? তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এদেশের অবমাননাকর পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অগ্রাধিকার ও টার্গেট প্ল্যানিং কতখানি দরকার, সে ব্যাপারে ১৪টি প্রশ্ন নিয়ে **কমপিউটার জগৎ** পাঠকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি এম, আনিসুর রহমান খান, কমপিউটার পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঈন খান, ট্রেজারার আবদুল্লাহ এইচ কাফী, প্রকৌশলী শামসুল হক চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গেলে, তাঁরা বলেছেন, **অজ্ঞানতাই আমাদের পশ্চাদপদতা, অনীহা, সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী। শুধুমাত্র শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, আন্দোলন, প্রচারের মাধ্যমেই ধারণাগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সহজ। আমরা পিছিয়ে আছি, কারণ, আমরা জানিনা।** কমপিউটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর এরা সবাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ৯২-র করণীয় স্থির করতে বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, **তাইওয়ানে বছরে ৯০ হাজার লোক কমপিউটারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।** প্রশ্ন উঠবে, বাংলাদেশে কতজন প্রশিক্ষণ পাচ্ছে এক্ষেত্রে?

যদিও কোন কোন বিশেষজ্ঞ ক্ষোভের সাথে বলেছেন, দুর্নীতি, অসততা, অক্ষমতা এবং অজ্ঞানতার কারণেই আমরা পিছিয়ে আছি, কমপিউটারের অভাবে নয়; তবু সবাই বলেছেন, **অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, বাণিজ্যসহ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতির সম্ভাবনা বহুলাংশে কমপিউটারের উপর নির্ভর** করছে। আমাদের সমকালীন ব্যর্থতার জন্য দায়ী কারা তা সাক্ষাতকারে তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞরা। **আমাদের নীতিনির্ধারকরা ছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আমাদের সংসদ সদস্যগণ, আমাদের বয়স্ক প্রজন্ম,**

আমরা যে সকল প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম

১। কমপিউটারের সংখ্যা এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এশীয় শার্দুলদের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম পিছিয়ে আছি। এ অবমাননাকর অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের কী কী লক্ষ্যে কিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

২। তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ বা বিস্তারের সম্ভাবনা আপনার মতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সব চেয়ে অনুকূল? তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে বলুন, ১৯৯২ সালে আমরা এর মধ্যে কিভাবে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত করবো বা করা উচিৎ?

৩। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে ১৯৯২ বা চলতি তিনবৎসর মেয়াদী কোন প্ল্যানের মেয়াদকালে কিভাবে লক্ষ্য (Target) ঠিক করা দরকার? এই লক্ষ্যের পরিধি ও ভিত্তি কি?

৪। আপনার মতে, এই লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে কী কী কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা (Organisational constraints), ধারণাগত (conceptual) ও অর্থ সংস্থানগত সীমাবদ্ধতা এবং বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা আছে। এগুলো অতিক্রমের জন্য কোন্ কোন্ পন্থা ও পদ্ধতি কাজে লাগানো যেতে পারে?

৫। প্রয়োজনীয় মেধা ও প্রযুক্তি এবং সম্ভাবনাময় সকল উপাদান / ফ্যাক্টর আমাদের হাতে থাকা সত্বেও সহজ, সরল ও অজটিল কমপিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগ ও প্রসারে এ দেশের প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এশীয় মানে যে লজ্জাকর অবস্থানে পৌছেছে এর জন্য কে বা কারা দায়ী বলে মনে করেন?

৬। কমপিউটারের রাজ্যে নিত্য নতুন উদ্ভাবন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং obsolence ব্যাপক, দ্রুত এবং সুদূর প্রসারী। জনজীবনের ভিত্তিমূলে তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কাজের চেয়ে নিয়ম-কানুনের বেড়ি, প্রযুক্তির সুফল মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত রাখার regulaটরি কাজে মনোনিবেশ এ দেশে বেশি হচ্ছে বলে কি আপনি মনে করেন? আমাদের পিছিয়ে পড়ার জন্য এটা কতখানি দায়ী?

৭। সরকারের উপর নির্ভরতামুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সামাজিক বা জনজীবনে কমপিউটারায়নের প্রসার বা সুফল পৌছানোর জন্য কি কি করা উচিৎ

৮। অন্যান্য দেশে target পলঅননইনগ সরকার করে থাকেন। বেসরকারী খাত ও সরকারের সংস্থাসমূহ এটা endorse' করে। এরপর তা বাস্তবায়নের কাজটি বেসরকারী পর্যায়ে হয়ে থাকে। জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান এভাবে উন্নতি করেছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে এটা কিরূপ হওয়া উচিৎ?

৯। মার্কেটিং feedback-এর মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রসারে (development and extention) অবদান রাখে। কমপিউটারায়ন এবং জনশক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক বাজার প্রসার অনবদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে (যেমন এ্যাপল কমপিউটার বিক্রির ক্ষেত্রে করেছেন জনাব মোস্তফা জব্বার) কিন্তু অন্যান্য বিক্রেতাগণ কমপিউটারকে সীমিত গন্ডীর মধ্যে রাখার যে elitist ঝোঁক প্রকাশ করেছেন তা সরকারী নিয়ন্ত্রণের সাথে মিশে যে আবদ্ধ অবস্থা তৈরি করেছে এর কবল থেকে কমপিউটার প্রযুক্তি ও জনগণকে মুক্ত করার জন্য কি ধরণের মার্কেটিং এবং ব্যবহার (adoption) পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে?

১০। আমাদের দেশের ভেণ্ডারদের (যাদের বেশীরভাগই কমপিউটারে উচ্চ শিক্ষিত এবং দেশ সেবার জন্য এদেশে ফেরৎ এসেছেন) বর্তমান ভূমিকার মূল্যায়ন করুন এবং দেশে তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের স্বার্থে তাদের কিভাবে কাজ করা উচিৎ বলে মনে করেন?

১১। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে কি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায় পর্যন্ত কমপিউটার স্থাপন করা উচিৎ? কত সালের মধ্যে তা করা যায় সে সম্পর্কে মন্তব্য করুন। এই লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে কী করা উচিৎ?

১২। দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের করণীয় সম্পর্কে কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষে জনাব মোঃ আবদুল কাদের কিছু রূপরেখা দিয়েছেন (জানুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? এ ব্যাপারে ১৯৯২ সালের মধ্যে সরকারের কী কী করা উচিৎ?

১৩। কমপিউটারায়নে ইতিপূর্বে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কমপিউটারায়নের দায়-দায়িত্ব এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উপর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এই নতুন সম্ভাবনাময় প্রযুক্তির প্রসারের নীতি সরকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কমপিউটারায়ন ও নব প্রযুক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৯২ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি সংশোধন করা প্রয়োজন কি-না?

১৪। নব্বই দশকের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমপিউটারে নিহিত- এই ধ্বনি এখন বিশ্বময়। এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব মন্তব্য পেশ করুন। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে কমপিউটারায়নের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধ্বনি কতটা সময়ানুগ হতে পারে?

আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিসিসি, পরিবেশক, ভার্সিটিসমূহ, প্রচার মাধ্যম কেউই ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারবেন না। এশিয়ায় আমাদের ক্ষুদ্রত্বের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ ক্ষোভের কারণ অনেক। অজ পাড়াগাঁয়ের নবীনদের সামনে শ্রীলঙ্কার অগ্রপথিকেরা কমপিউটার তুলে ধরার জন্য গরুর গাড়ীতে বয়ে কমপিউটার নিয়ে যায় গ্রামের হাটে। বাংলাদেশের সরকারী কর্তারা সরকারী অর্থ ব্যয় করে এ দৃশ্য দেখে এসেছেন বহুদিন আগে। অথচ বাংলাদেশে গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমপিউটার পরিচিতি কর্মসূচীর আওতায় প্রথম শিক্ষার্থী সমাবেশ করেছেন সরকার নয়, একটি সামান্য পত্রিকা "কমপিউটার জগৎ"। সে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে রাজনীতিকেরাও বলেছেন, জাতির বিরাট অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিহিত আছে কমপিউটারে। জন আগ্রহ ও বিশ্বচাহিদা প্রচুর। কেবল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ন করা যায়। এ দায়িত্ব স্পষ্টতঃই শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিবদের উপর। এরশাদ আমল থেকেই তাঁদের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বাজেট নিঃশেষিত হচ্ছে। সমগ্র এশিয়া ইতিমধ্যে কমপিউটারকে আধুনিক যুগে জয়ের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে কমপিউটারে জনশিক্ষায় হাত দিয়েছে। জাপান হতে ভারত পর্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় একমাত্র প্রার্থিত হয়ে উঠেছে উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আমাদের দেশে কবিপূজা, নাট্যমঞ্চ, আর বিবৃতিব্যবসায়ের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে বুদ্ধিবৃত্তির পরিধি। এ অচলায়তন ভাঙ্গবার তাগিদে ১৯৯২ সনে করণীয় আছে সবার। সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ, দিশারী মানুষেরা এবং প্রয়োগবিদ, এমনকি কমপিউটার ব্যবসায়ীদের করণীয় প্রভূত। একরণীয় সম্পাদনে সফল হলে দক্ষতর জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ প্রসারিত হবে। নয়তো অজ্ঞানতা ও বেকারত্বের অন্ধকার হয়ে উঠবে অমানিশার মত।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বহুদশক ধরে আমাদের নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা নিষ্ক্রীয় ও অনীহ। এ কারণে বাংলাদেশ এশিয়ার মুষিকে পরিণত হয়েছে। এ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে এ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অহেতুক দীর্ঘসূত্রিতার রীতি পরিহার এবং অকর্মণ্য ব্যক্তিদের সরিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের যথাস্থানে বসানোর জন্য তাঁরা আহবান জানিয়েছেন।

১৯৯২'র করণীয়সমূহের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ ডাটা এন্ট্রি শিল্পের ক্ষেত্রে মোঃ আবদুল কাদেরের ৭ দফা প্রস্তাবকে যথার্থ বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রস্তাবে কমপিউটার পল্লী গঠনের মাধ্যমে সরকারকে এ শিল্পের বিকাশে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে কমপিউটার জগতে নিয়ে আসতে পারে। প্রশাসনের সকল স্তরে, শিল্পবাণিজ্যে, শিক্ষায় কমপিউটার ব্যবহারের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা। বলেছেন, দেশের ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদে কমপিউটার স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কমপিউটার দ্বারা চালনা করলে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তার মডেল তৈরীর উপর এঁরা জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, কমপিউটার বিক্রি করে নির্লিপ্ত থাকার পরিবর্তে কমপিউটার দিয়ে ক্রেতাকে তার যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান করা পরিবেশকদের কর্তব্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রেয়াতী দরে কমপিউটার দিয়ে এর প্রসারের সহায়তা করাও পরিবেশকদের দেশানুরাগী দায়িত্ব বলে পরিগণিত হতে পারে।

নতুন প্রযুক্তির উপর কর কমাতে বলেছেন এঁরা। ইউএনডিপি ও ইউএসএইড-এর সহায়তা নিয়ে কমপিউটার যোগান দেওয়ার উপর তাঁরা জোর দেন। সরকার পরিবর্তনের ফলে প্রতিষ্ঠান ও সিস্টেমের পরিবর্তন এদেশের অগ্রগতি ব্যাহত করে। তাঁরা বলেছেন, খারাপ ও অযোগ্য লোক সরিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর করে জাতীয় উন্নয়নে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী। নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা থেকে সরকারী সংস্থাসমূহকে প্রসারমূলক ভূমিকায় এগিয়ে নেবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, সরকার যেসব সেমিনার আয়োজনের কথা বলেছিল, তা করা হয়নি। সরকারের উদ্যোগগুলো কী কারণে মাঝপথে থেমে যায়, তার অন্তর্দন্ত করে তাঁর প্রসারের বাঁধা দূর করার আহবান জানিয়েছেন তাঁরা।

কমপিউটার সাহিত্য — এ বিষয়ক বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে তাঁরা বলেছেন, কমপিউটার জগৎ এক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। এ পত্রিকাটিকে দ্বিভাষিক করার জন্যও কেউ কেউ প্রস্তাব করেন।

বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাতকারের মূল বক্তব্য অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দেয়া হলো।

৯২ সালেই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে কমপিউটারায়ন অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন

—এম, আনিসুর রহমান খান
সভাপতি, বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি

"এ ব্যর্থতা সরকারের—এশীয় কমপিউটার শার্দুলদের আসরে মূষিক বাংলাদেশ" নামক তথ্য নির্ভর প্রতিবেদনটি কমপিউটার প্রযুক্তিতে আগ্রহী সকল মহলকে আলোড়িত করেছে। সরকারী নেতৃত্বেই এ প্রযুক্তি সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। তাই সরকারের নীতি নির্ধারণের সংগে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এ সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করে এ আধুনিক প্রযুক্তির গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে সমাজের সকল স্তরে এ প্রযুক্তির আশু ব্যবহার নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ পশ্চাদপদ তাই ভবিষ্যতে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানেই এর ব্যাপক ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ব্যবস্থার অনুকূলে প্রচেষ্টা চালানো খুবই প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত অনেক ক্ষেত্রের তথ্য একত্রে সমন্বিত করতে, তা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রেই এ প্রযুক্তির বিস্তার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এগুলির নির্ভুল বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক কমপিউটার প্রশিক্ষণ; বিশেষ করে সকল ব্যবহার ও অব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপিউটারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে সৃজনশীল সফটওয়্যার প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে শুধুমাত্র সফটওয়্যার-এর অভাবেই প্রাপ্ত হার্ডওয়্যারগুলি সর্বোচ্চ সময়ে ব্যবহৃত না হয়ে এ প্রযুক্তিকে আরও পশ্চাদে ঠেলে দেবে— তাই আগামীতে সফটওয়্যারের উন্নতিকল্পে দেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক গুণগত মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এ প্রয়াস চালানোর মাধ্যমেই সম্ভাব্য তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ ও বিস্তারের অনুকূল ক্ষেত্রগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত হবে বলে আশা করি।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কোন প্ল্যানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানগত সীমাবদ্ধতা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয় এবং অর্থ সংস্থানগত প্রতিবন্ধকতার সংগে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে ধারণাগত সীমাবদ্ধতা অতি সহজেই কাটিয়ে উঠা যায় এবং এগুলো অতিক্রমের জন্য চাই উন্নততর মন-মানসিকতা যার অভাব দেশে বিদ্যমান। এই মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে হলে প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক কমপিউটার ব্যবহারের নির্ধারিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বনে সমাজের সকল স্তরের জন্য সহজ বোধগম্য করে কমপিউটারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রণয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার ফলে কমপিউটার প্রযুক্তি জ্ঞান বয়স্ক প্রজন্মের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করবে।

বাংলাদেশে মেধার অভাব নেই কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে মেধা কাজে লাগাবে তাদের এ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানের অভাবই এর জন্য দায়ী। তাই এজন্যে এককভাবে কাউকে দায়ী করা চলেনা, তবে একটু স্পষ্ট ও রূঢ় হলেও সত্য যে বয়স্ক (আমাদের প্রজন্মের) এমন অনেক লোক সমাজের উচ্চ আসনে বসে সমাজ ও সরকারের নীতি নির্ধারক হিসাবে কাজ করছেন যাঁরা এই নতুন প্রযুক্তিকে বিশ্বাস করলেও তা অবলম্বন করে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করেন এর প্রধান কারণ সম্যক জ্ঞানের অভাব। এমন কি এ সম্বন্ধে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নিতেও এই বয়সে তাঁরা আগ্রহী নন। আমার মতে এককভাবে কেউকে দায়ী না করে বয়স্ক প্রজন্মের জ্ঞানের অভাবকেই দায়ী করা যায়।

নিয়মকানুন সব দেশেই বিদ্যমান। তবে আমাদের দেশে এটা অনেক সময় ব্যক্তি বা সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহার হয়ে থাকে - যা এক্ষেত্রেও যে কিছুটা হয়নি বা হচ্ছে না এমন বলা মুশকিল। তবে সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্তি ও সমাজের উন্নয়নকল্পে কিছুটা গঠনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (control) থাকা অন্যায় নয় - তবে সেটা যেন দেশে প্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা কিংবা নির্ভরতামুক্ত হয়ে এ প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন উদার মন-মানসিকতা, উপযুক্ত শিক্ষা / প্রশিক্ষণ এবং অর্থ সংস্থান করে সংশ্লিষ্ট Logistic Support। এগুলির জন্যই প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্যই সরকারের নেতৃত্বের প্রয়োজন খুবই বেশী। বিকল্প হিসাবে বেসরকারী পর্যায়ে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বনে যদি শুধু প্রযুক্তিতে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হার্ডওয়্যার উৎপাদন ও সফটওয়্যার উৎপাদন কোম্পানী তৈরী করে তা অভ্যন্তরীণ ও বিদেশে বাজারজাত করতে পারে তবেই আমাদের সমাজে কমপিউটারায়নের প্রসার ও সুফল সাধারণ মানুষের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

পৃথিবীর অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও সমাজের ধনী বিত্তবান লোকদের কমপিউটার বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষিত করে এই খাত হতে প্রচুর অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়ে বেসরকারী পর্যায়ে Target Planning বাস্তবায়নের কাজ করতে পারলে হয়তো শুভ ফলাফল পাওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রেও শুরুতে সরকারী সহযোগিতার কিছুটা প্রয়োজন হবে। কারণ আমাদের দেশ পুরাপুরিভাবে এমন শিল্পের মন-মানসিকতায় এখনও তৈরী নয়।

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উন্নয়ণ করার পর যথাযথ বাজারজাত করার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা

কোন elitist ঝোঁকে প্রভাবান্বিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার কেউ যদি এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে এটা সমগ্র শিল্পের অগ্রগতির জন্য একটি কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে যার সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতিতে দেশে তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তবে হার্ডওয়্যার প্রযুক্তির অত্যাধুনিক feedback গুলির সমন্বয় ঘটিয়ে গুণগত মান যাচাই করে খোলা বাজারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বাজার প্রসারের ভূমিকা রাখার পদ্ধতি অনুসরণ করলে কমপিউটার এবং জনশক্তি উন্নয়ণের ব্যাপক প্রসার ঘটবে বলে আমি মনে করি।

ভেণ্ডারদের হার্ডওয়্যার বিক্রয় করা ছাড়াও মেশিনগুলি পুরাপুরিভাবে যাতে optimum ব্যবহার করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রস্তুত করার সকল ব্যবস্থা করা দরকার। **প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মোতাবেক সিস্টেম ও প্রোগ্রাম সফটওয়্যার তৈরী করে ব্যবহারকারীদের জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে কমপিউটার মেশিনের optimum ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।** ব্যবহারকারী যেন ভবিষ্যতে ভেণ্ডারদের ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে সর্বোচ্চ সময় কমপিউটার ব্যবহার করতে পারেন। এ পর্যায়ে ক্রিকেট খেলার মাঠে ব্যাটসম্যানের "Hit & Run" মনোবৃত্তি ভেণ্ডারদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপিউটার স্থাপন করা উচিৎ, এ বিষয়ে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যে **কমপিউটার যেন প্রকৃত পক্ষে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র প্রদর্শনী বস্তু হিসাবে যেন না থাকে।** দেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা প্রায় ৩৮৯৯টি তাই সকল ইউনিয়ন পরিষদে আগামী কয়েক বছরে পর্যায়ক্রমে কমপিউটার স্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তার আগে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে জনাব মোঃ আবদুল কাদের-এর দেয়া রূপরেখাটি কার্যে পরিণত হলে দেশের ডাটা এন্ট্রি শিল্প উত্তর উত্তর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরীণ বহু কাজ করার পরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। বস্তুতঃপক্ষে ডাটা এন্ট্রি শিল্প সমগ্র সফটওয়্যার শিল্পের একটি বিশেষ অংশ। দেশের উৎসাহী শিক্ষিত যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র সফটওয়্যার শিল্পের উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে তৎপর হয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে কমপিউটারায়ণ ও নব প্রযুক্তি যথাযথভাবে ৯২ সালেই অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশে কমপিউটার প্রযুক্তি সকল স্তরে ব্যবহারে জন্য চাই হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও পিপলস ওয়্যারের (Peoples ware) প্রকৃত উন্নয়ন এবং এটা নব্বই দশকের মধ্যে না করতে পারলে দেশের অগ্রগতি শত বছর পিছিয়ে যাবে। তাই এর জন্য চাই যথাযথ উদ্যম, মন-মানসিকতা ও প্রযুক্তি সম্পর্কে উৎসাহপূর্ণ বহুল প্রচার।

'৯২-তে দরকার কমপিউটার শিক্ষা নীতি

—মঈন খান
সাধারণ সম্পাদক
কমপিউটার পরিবেশক সমিতি

কমপিউটারের সংখ্যা এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের অবমাননাকর পর্যায় থেকে মুক্তি পেতে হলে মেধা ও প্রয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে—

(ক) সবচেয়ে **প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি, কলেজ ও স্কুলসমূহে অবিলম্বে কমপিউটার শিক্ষা চালু করা একান্ত দরকার।** লোকসংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তাইওয়ানে কমপিউটার শিক্ষায় বছরে ৯০,০০০ জনকে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। তাইওয়ানের কমপিউটারে সাফল্যলাভের এটা অন্যতম বড় কারণ। এ থেকেই বুঝা যায় শিক্ষাটা কত জরুরী।

(খ) সরকারকে কর আরোপের ব্যাপারটি দেখতে হবে। সম্ভব হলে কমপিউটারের উপর থেকে কর উঠিয়ে দিতে হবে।

(গ) বিসিসি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারে আরও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বিক্রেতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নেয়া উচিৎ।

(ঘ) বিক্রেতাদের কেবল মেশিনবিক্রী লক্ষ্য না হয়ে সমাধানকে (solution) লক্ষ্য হিসাবে দেখা উচিৎ।

(ঙ) কমপিউটার বিষয়ক বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকার প্রচার বাড়ানো উচিৎ।

৯২তে প্রথমে এগুতে হবে ডাটা এন্ট্রিতে। তারপর সফটওয়্যারের টেস্টিং ও পোটিং এর কাজ। পরবর্তী পর্যায়ে সফটওয়্যার তৈরি। এক্ষেত্রে যৌথ ব্যবসা হতে পারে। সরকারী সহযোগিতায়ই রপ্তানী সম্ভব। তবে প্রথমেই আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। **দশ বছর আগেই আমাদের এটা করা উচিৎ ছিল। আর সত্যিকারের উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে অনুপ্রেরণা দিতে হবে।** কমপিউটারে কাজ করতে হলে ডিগ্রী অত্যাবশ্যক এটা ঠিক না।

ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করে আমাদের মেধা দেখাতে হবে। ক্রমশঃ দেশের ভেতরের কাজ দিয়ে শুরু করাই ভাল। সাথে সরকারের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিষও সহজলভ্য করতে হবে। যেমন টেলিকমিউনিকেশন, কুরিয়ার সার্ভিস, পেরিফেরালস ইত্যাদির উপর ট্যাক্স কমাতে হবে। আমাদের হার্ডওয়্যারে সীমাবদ্ধতা আছে। দক্ষ জনশক্তির অভাব আছে। দেশে ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা আছে। সরকারকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। ইপিবি বিদেশে মেলায় অংশগ্রহণ করে সেখানে কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানীর সম্ভাবনার একটা বুথ থাকতে পারে। যেখান থেকে আমাদের স্বল্প মজুরীতে কাজ করার ক্ষমতা প্রচার করা হবে, পুস্তিকা, লিফলেট দিয়ে বিদেশীদের আগ্রহী করতে হবে।

এশীয় মানে লজ্জাজনক অবস্থানে থাকার জন্য আমাদের সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের গড়ে তোলা পলিসিই দায়ী। এখানে এক একবার এক এক রকম কর আরোপ করা হয়— প্রায়ই বর্ধিত হারে। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগও এর জন্য দায়ী। শিক্ষাবিদরা দায়ী, বিক্রেতারা দায়ী এর মূল কারণ হচ্ছে যোগ্য লোকের যথেষ্ট অভাব।**

আসলে বিসিসির সম্পূর্ণ regulatory ভূমিকা থাকা উচিৎ নয়। Policy'র কিছুটা পরিবর্তন আনা উচিৎ। সরকারী নীতির কারণেই আমরা পিছিয়ে আছি। স্পেসিফিকেশন প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিৎ।

কমপিউটারায়নের প্রসার ও সুফল পৌঁছানোর জন্য বিক্রেতাদের এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসতে হবে। বিক্রীর জন্য নয় শিক্ষার জন্য নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃভাষায় প্রকাশনার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

যে সমস্ত দেশ বিশেষ করে আমাদের মত আর্থ সামাজিক অবস্থায় প্রতিবেশী যে দেশগুলো উন্নতি করছে আমাদের তা অনুসরণ করা উচিৎ। সময় নষ্ট না করে তাদের উদাহরণ এক্ষুণি ফলো করা উচিৎ। কারণ কয়েক বছর আগেও বিদেশ থেকে আমাদের দেশে পড়াশুনার জন্য ছেলেরা বাইরে পড়াশুনা করতে যাওয়ার জন্য পাগল।

বিক্রেতারা elitist ঝোক রেখেছেন ব্যবসায়ের স্বার্থে। তবে **স্কুল, কলেজ বা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহজ শর্তে অল্প instalment-এ কমপিউটার দিয়ে বাজার প্রসারিত করা যেতে পারে।** মেশিনের দামও কমাতে হবে। সরকারী অফিসে কমপিউটার ব্যবহার সহজে বাড়ানো যায়। কিন্তু এটা কর্মকর্তাদের অজ্ঞতার কারণে হচ্ছে না। **একটা অফিস দেড় লাখ টাকা কপিয়ার কিনবে কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকার কমপিউটার কিনে না।**

বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে অনেকেই দেশে ফিরেছেন। কিন্তু দেশের বাজারের সংকুচিত অবস্থা দেখে তারা প্রায় সকলেই হতাশ। বাজারের পরিধি না বাড়ালে এরা এদেশে থাকতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারের মানসম্মত শিক্ষা চালু করা দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বা বিসিসির এ ব্যাপারে অবিলম্বে একটা নীতি নির্ধারণ করা উচিৎ। সরকারী অফিসসমূহের জন্য আগে দক্ষ লোক তৈরি করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কমপিউটারায়ন করা দরকার। বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। **৯২ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়ে জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে।**

ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে আগেই বলেছি। প্রথমেই আমাদের দরকার শিক্ষা ও সরকারের সহযোগিতা। আমাদের দক্ষতার মানও বাড়ানো দরকার। তবে **প্রতিবেশীদের তুলনায় ইংরেজী জানি বেশি বলে আমরা এ লাইনে খুব ভাল করতে পারবো।**

সরকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিকে অবশ্যই সংশোধন করে কমপিউটার ও নব প্রযুক্তিতে ৯২ তেই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

স্কুল কলেজে কমপিউটার শিক্ষা থাকলে, কমপিউটারের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা হলে অবশ্যই সবাই কিনবে এবং শিখবে। সব সেক্টরেইতো কমপিউটার দরকার। **আবার বলছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এটা এক্ষুণি শুরু করা দরকার। গত দশ বছরে এটা কেন হয়নি এবং সাধারণ শিক্ষা আমাদের কি দিয়েছে তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।** সাধারণ ছাত্রদের জন্য আমরা কিছুই করছি না। এদেরকে আমরা কমপিউটার শিক্ষা দিতে পারি। সকল ক্ষেত্রে উন্নতির একমাত্র উপায় কমপিউটারেই নিহিত।

'৯২ থেকে সর্বস্তরে কমপিউটারের প্রয়োগ শুরু হোক

—আবদুল্লা এইচ কাফী
ট্রেজারার, কমপিউটার পরিবেশক সমিতি

কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রথমেই বলতে হয় সময়োপযোগী। তবে লেখাটি নীতিনির্ধারকদের কাছে গেলে সবচাইতে ভাল হতো। প্রতিটি এমপি সরকারী কর্মকর্তা বিশেষ করে এনবিআর-এর লোকদের হাতে পৌঁছানো উচিৎ। **আমাদের লক্ষ্য একটাই হওয়া উচিৎ — সর্বস্তরে** কমপিউটারের ব্যবহার। দক্ষ জনশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে সরকারের কিছু করা উচিৎ। গার্মেন্টস-এর মতো উদ্যম শুরু করা উচিৎ। বাতিল বা পুরানো প্রযুক্তির উপর যেমন টাইপরাইটারের ডিউটি বাড়িয়ে নতুন প্রযুক্তির উপর কর কমানো উচিৎ।

তথ্য প্রযুক্তি বিস্তার ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বলতে প্রথমেই আসে সরকারী খাত, ব্যাংক, বীমা, টেলিফোন, ওয়াসা, বিদ্যুৎ এবং ধাপে ধাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন

বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে পাইলট স্কীমে, বিদ্যালয়ে এবং কলেজসমূহে হাতে কলমে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে কমপিউটার রাখা উচিৎ এবং শেখানো উচিৎ। প্রথমে কয়েকটি স্কুল বা কলেজকে পূর্ণভাবে কমপিউটারাইজড করে মডেল তৈরি করলে ভাল হয়।

চলতি তিন বৎসর মেয়াদী প্ল্যানের সর্বপ্রথমে কমপিউটারের দক্ষ লোক তৈরী এবং পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে ব্যাংকসহ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটার স্থাপন করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানীসহ অন্যান্য কর যতটুকু সম্ভব কম ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু কমপিউটার ক্রয় এর নয় অন্যান্য আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদি যেমন ডিস্কেট, রিবন, পেপারের আমদানী শুল্কও কম করে এক পর্যায়ে আনতে হবে।

আমরা কমপিউটার তৈরি করছি না। আমরা আমদানি নির্ভর। এখন কমপিউটার তৈরি না করে দক্ষ লোক তৈরি করা উচিৎ। প্রযুক্তি আয়ত্ব করে তার চেয়ে উন্নত কিছু তৈরি করা গেলে সেটাই করা উচিৎ নতুবা আমদানি করাটাই ভাল। শিক্ষার জন্য সহজ লোনের ব্যবস্থা দরকার। কমপিউটারাইজেশনের জন্য UNDP বা USAID-এর মত সাহায্যকারী সংস্থার কাছ থেকে কমপিউটার দান হিসেবে চাওয়া উচিত। এগুলো বেসরকারী পর্যায়ে হবে না। বাজার তৈরি করার দায়িত্ব সরকারের। ব্যবসায়ীরা সরকারকে কমপিউটার কি জিনিস সেটা দেখিয়েছে। এখন এটা বিসিসির দায়িত্ব, এর প্রসার এবং বিপণনের ব্যবস্থা করার। বুঝতে পারিনা, বিসিসি কেন প্রথমেই উচ্চস্তরের প্রোগ্রামার চায়, যেখানে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন ডাটা এন্ট্রি পর্যায়ের জনশক্তি।

যদিও মেধা আমাদের আছে কিন্তু প্রযুক্তি নেই। প্রযুক্তি আনার ব্যবস্থা সরকারকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ক্রয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের দেশে রাজা যায় রাজা আসে তার সাথে সাথে সিস্টেমও পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা চলা উচিৎ নয়। একটা সিস্টেম করার পর, পরিকল্পনা করার পর সরকারের সাথে সাথে তার পরিবর্তন হওয়া উচিৎ নয়। ইতালীতে আমাদের চেয়েও বেশি বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পলিসির পরিবর্তন হয় নাই। এজন্য সরকারের নীতি নির্ধারকরাই দায়ী। সরকারের সুস্পষ্ট নীতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিসিসি পূর্ববর্তী সরকারের আমলে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এখন নাকি সেখানকার কর্মচারীরা বেতন পায় না। বিসিসিতো কোন খারাপ উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। সেখানকার লোক খারাপ হলে তাকে সরানো যায়। কিন্তু বিসিসিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া উচিৎ না। উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত স্থানে বসানো উচিৎ।

বিসিসি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর Regulatory ভূমিকাই বেশী দায়ী। এটা পরিবর্তন করে তাদের ভূমিকাকে এ ক্ষেত্রে Promotional করা উচিত।

এতদিন পর্যন্ত যেটুকু কমপিউটারায়ন হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা সরকারের উপর নির্ভর করে হয়নি। বরং সরকারের কিছু কিছু নিয়ম এর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার যদি সুযোগ করে দেয় তবে ভাল। সরকারীভাবে যেসব সেমিনার করার কথা তা করা হয়নি। যদিওবা হয়েছে সেখানে অন্য আলোচনা করেছে। এব্যাপারে যতটুকু করেছে ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে করেছে। যারা কিছু করেছে তারা নিজস্ব উদ্যোগেই করেছে।

হয়তো করেছে সেটা কাগজপত্রে। বাংলাদেশ কমপিউটার এসোসিয়েশন এমন কোন প্ল্যান সরকারের কাছ থেকে পায়নি। হওয়া উচিৎ অনেক কিছুরই কিন্তু হয়নি কিছুই।

এ্যাপল যেহেতু ডিটিপিতে বেশী তাই সাধারণ মানুষের সহজেই চোখে পড়ে এবং আমাদের দেশেও এর সংখ্যা বেশী মনে হয়। বাস্তবে একটা সত্য নয়। এখনও এ্যাপল থেকে আইবিএম বা কমপাটিবল অনেক বেশী। অন্যান্য বিক্রেতাদের elitist কোঁক আছে বলে আমার জানা নেই। যদি থাকে তবে অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিত।

ভেণ্ডার মানেই ব্যবসায়ী এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সরকারের সবাই ভাল করছে, ভেণ্ডাররা ব্যবসা ছাড়া কিছু জানে না বা ভুল জানে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। নইলে এরা আবার অন্য দেশে চলে যাবে। বেশী সুবিধা কোথায় তারা সেটা জানে।

আমাদের দেশে উপরের স্তরের জনশক্তিকে প্রথমে জ্ঞান দিতে হবে। প্রথমে বড় কর্তাদের শিখিয়ে তারপর ধীরে ধীরে আপনাদের যুক্তিমত ইউনিয়নে যাওয়া উচিত। ৯২ সাল থেকেই এ ব্যাপারে কাজ শুরু করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমি মোঃ আবদুল কাদেরের নিম্নের কয়েকটি পরামর্শের সাথে একমত ঃ

(ক) অবিলম্বে ১০০ টার্মিনাল বিশিষ্ট একটি কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যার মালিকানা সরকারের থাকবে এবং এই কেন্দ্রের সার্ভিস ন্যূনতম অনুমতি এবং চার্জে সবার জন্য খোলা থাকবে। ৯২তেই এটা বাস্তবায়ন করা উচিৎ।

(খ) ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার বাংলাদেশে সস্তায় পাওয়া যায় এ ব্যাপারে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলিকে প্রচার কার্য্য চালাতে হবে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে বিদেশী সংস্থাকে জানাতে হবে। এ ব্যাপারে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করতে পারে। এতে আগ্রহীদের তালিকা বিদেশী দূতাবাস গুলোতে দেওয়া যেতে পারে।

(গ) কাষ্টমস এর জটিলতা দূর করে সহজ পন্থা বের করতে হবে।

উন্নত দেশগুলোর সর্ব ক্ষেত্রে আজ কমপিউটার ব্যবহার করছে। দেরী না করে সর্বস্তরে কমপিউটার এর প্রয়োগ হোক সেটা এখনই শুরু হোক। তার জন্য দরকার সরকারের আমদানীসহ অন্যান্য কর কমানোর। প্রয়োগের জন্য দরকার ব্যাঙ্কসহ অন্য প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে কমপিউটার ক্রয়। দক্ষ জনশক্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি বাতিল প্রযুক্তির জিনিস না এনে নতুন প্রযুক্তির সাথে জনগণকে পরিচিত করে দেওয়া।

কমপিউটার জগৎ ভালো করছে তবে এর কিছু অংশ ইংরেজী হলে এর পাঠক সংখ্যা বাড়বে।

সরকারের স্পষ্ট নীতিমালা চাই

—প্রকৌশলী শামসুল হক চৌধুরী
অটোমেশন ইঞ্জিনীয়ার্স

জাতি হিসাবে আমরা অনেকটা লক্ষ্যহীন। এমনভাবে টিকে আছি, মূলতঃ লক্ষ্য নির্ধারণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কারণে। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের উপরে উঠতে তাদের অপারগতা এবং সততা ও বলিষ্ঠতার সাথে জাতীয় স্বার্থে যে-কোন বিষয়ে যথাসময়ে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়ার অব্যাহত প্রবণতা এজন্য দায়ী। এই সার্বিক নৈতিক দেউলিয়াপনার কারণে শুধু তথ্য প্রযুক্তির কমপিউটারায়নে নয়, সর্বক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে আছি। এই লক্ষ্যহীনতা ও লক্ষ্যের অগ্রাধিকার নির্ধারণে অক্ষমতা আমাদেরকে সর্বদা পিছিয়ে রাখবে, যদি লাল ফিতা আর অহেতুক নিয়মাবলীর দীর্ঘসূত্রিতা এবং অকর্মণ্য ব্যক্তিবর্গকে সরিয়ে যোগ্যব্যক্তিদের যথাস্থানে বসিয়ে আমরা একটি পরিবর্তনের ধারা শীঘ্র শুরু করতে না পারি। এটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এটা উন্নতির সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কেননা অসৎ ও অকর্মণ্য লোক দিয়ে দেশের উপকার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশ ও জাতি কিভাবে উপকৃত হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আশু প্রয়োজন তার তালিকা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেণ্টগুলিকে কমপিউটারায়নের ব্যবহারে তাদের উদ্বুদ্ধ করা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ সব ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হতে পারে, তবে সরকারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য এবং আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে যে তফাৎ থাকে, তাতে কারো পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিষয়ের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সম্ভব নাও হতে পারে। অর্থাৎ আমি যদি বলি কৃষিখাতকে এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মাষ্টার-প্ল্যান করা এক্ষুণি দরকার এবং সে জন্য কৃষি ব্যবস্থা ও তথ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ের তথ্য, সমস্যার পরিসংখ্যান ও সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান ইত্যাদির কমপিউটারায়ন আমাদের প্রথম ও প্রধান বিষয় হওয়া উচিত, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারিত হলে প্রযুক্তি প্রয়োগের অবস্থা অনুকূল হওয়া আপনা আপনি অনিবার্য হয়ে উঠবে।

জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সরকারের স্পষ্ট একটি নীতিমালা থাকা উচিত। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান ব্যক্তিগত/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরাট ভূমিকা ও অবদান রাখে। সরকার তথা সরকারী অফিসে চাকুরীরত ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্ভাবনমূলক বা ব্যবসায়িকভাবে সকল অনুপ্রানিত ও লাভজনক কর্মপ্রচেষ্টার অন্ততঃ আমাদের দেশের মত ঘুষ নির্ভর নিষ্কর্মা (গুটিকতক সৎ ব্যক্তি ব্যতীত !) লোকদের করা যায় না। তাই সরকার শুধু ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলে ব্যক্তিমালিকানাধীন ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কমপিউটারের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে অন্যান্য শিক্ষা প্রসারের সুফলের মতই পৌঁছতে পারে। আর্থিক দৈন্যের কারণেই সরকারের উপর থেকে সম্পূর্ণ নির্ভরতামুক্ত হওয়া আমাদের দেশে এখনও সম্ভব নয়, তবে কিছু বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে দেশের কমপিউটারায়নে তাদের অবদান রাখতে পারে বিভিন্ন স্কুল কলেজে নামমাত্র মূল্যে কমপিউটার সরবরাহ করে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এতে কেবল বীজ বপন করা হবে মাত্র, সাধারণ মানুষের কাছে দেশের কোন বিশেষ কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির সুফল সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছার বিষয় আমাদের দেশে এখনও একটি কাল্পনিক ব্যাপার মনে হয়। কারণ, আমাদের দেশের সকল সুযোগ সুবিধা ঘুরে ফিরে মুষ্টিমেয় শহুরে লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আমাদের দেশেও target planning হওয়া উচিত।আমাদের দেশের অন্যান্য সকল ব্যবসা ক্ষেত্রের মত কমপিউটার ভেণ্ডারদের মধ্যেও ভাল-মন্দ উভয় রকমের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছে। তথাপি দেশে কমপিউটারায়নে এদের ভূমিকাই মুখ্য এবং এটাই সত্য। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের স্বার্থে এদের ব্যবসায়িক দিক, এর সাথে কিছু ত্যাগের মনোভাব যুক্ত হলে দেশ অবশ্যই আরো উপকৃত হবে। একইসাথে সরকারী অফিস-আদালতকেও দুর্নীতিমুক্ত না করলে অন্যান্য সকল প্রচেষ্টার মতই কমপিউটারায়নে ভেণ্ডারদের সকল সৎ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে থাকবে। ডাটা এণ্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানীর ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এখন দরকার সরকার এবং কিছু বিত্তশালী বেসরকারী কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের যৌথভাবে অনতিবিলম্বে মৌলিক কাঠামো তৈরীর কাজে হাত দিয়ে এই সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মুক্ত করা।

নব্বই দশকের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমপিউটারে নিহিত এই ধ্বনি অন্ততঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একমত নই। উন্নতি ও প্রবৃদ্ধিতে কমপিউটার সাংঘাতিক রকম অবদান রাখতে পারে বটে, কিন্তু কমপিউটার উন্নতির কোন একক বা প্রধান নিয়ামক হতে পারে না। কমপিটারের স্বল্প ব্যবহার আমাদের দেশের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির আদৌ কোন বড় প্রতিবন্ধকতা নয়, আমাদের মানবিক গুণের অভাব তথা দুর্নীতি ও অন্যান্য অসততাই আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।